116

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...12. JUN 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি বাতিল প্রসঙ্গে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, এ প্রথম পর্বের আরও ৬৮ জন ছাত্রছাত্রীর ভর্তি বাতিল করার সিদ্ধান্ত কর্তৃপক্ষ নিয়েছেন। এর আগে গত ৩১শে মে মার্কেটিং বিভাগের ১২ জন ছাত্রছাত্রীর ভর্তি বাতিল করা হয়েছে। ভর্তি বাতিল করার আগে তাদের শো–কজ নোটিশ দেয়া হয়েছিল। তারা কেউই তার জবাব দেয়নি কিংবা রেজিস্ট্রারের নিকট উপস্থিত হয়নি।

অভিযুক্তরা বিভাগীয় চেয়ারম্যানের সীল ও স্বাক্ষর জাল করেছে। ব্যাংকে টাকা জমা দেয়ার রসিদ পর্যন্ত নকল করেছিল।

কয়েক মাস আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরে সহসা বিষয়টি পড়ে। তারা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি অবহিত করেন। কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ১৯৯২–৯৩ শিক্ষাবর্ষের এম, এ প্রথম পর্বের প্রায় আড়াই হাজার ছাত্রছাত্রীর ভর্তির কাগজপত্র পরীক্ষা করা হয়। দেখা গেল বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী ভর্তি পরীক্ষা না দিয়ে উপরে উল্লেখিত প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে ভর্তি হয়েছে। এভাবে মোট ৮০ জন ছাত্রছাত্রীর কাগজপত্রে ব্যাপক গরমিল গোচরে আসে।

উচ্চপর্যায়ের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে সমগ্র বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখার জন্য। লক্ষ্য করা গেছে এভাবে জাল সীল স্বাক্ষরের আশ্রয় নিয়ে যারা ভর্তি হয়েছে; তাদের বেশিরভাগ এফ রহমান হল ও রোকেয়া হলের ছাত্রছাত্রী, জগন্নাথ হলেরও কিছু ছাত্র আছে। একটি সংঘবদ্ধ চক্র বিভাগীয় চেয়ারম্যানের সীল ও স্বাক্ষর জাল করে এদের ভর্তি হতে সাহায্য করে।

অনার্সে ভর্তি করা হয়েছে এমন ছাত্রছাত্রীদের কাগজপত্র পরীক্ষা করলেও এরকম প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে ভর্তির সন্ধান মিলবে বলে আশংকা করেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

স্বাভাবিকভাবে এই সংঘবদ্ধ চক্রের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু অসৎ কর্মচারীর যোগসাজশ রয়েছে।

এখানে স্মরণীয় যে, চলতি বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'খ' গ্রুপের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছিল। তাই দ্বিতীয়বার উক্ত গ্রুপের পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই প্রথমবারের মত ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। সীল–স্বাক্ষর জালের ঘটনাটিও সম্ভবত প্রথম।

প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলে কথিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অমলিন গৌরব শিক্ষাক্ষেত্রে এরকম জাল জুয়াচুরির অবতারণায় এই প্রথমবারের মত ম্লান হলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে এর আগে জাল সার্টিফিকেট দেয়ার কাহিনী আছে। এভাবে জাল সার্টিফিকেট দেখিয়ে ভর্তি হওয়া ৩০০ ছাত্রের ভর্তি ১৯৭৮ সালে বাতিল করা হয়। তারপর বিভিন্ন সময়ে এ কারণে প্রায় শতাধিক ভর্তি বাতিল হয়েছিল।

এবারের ঘটনা ব্যতিক্রমধর্মী। প্রধানত এই সংঘবদ্ধ চক্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ থেকে তৎপরতা চালিয়েছে। এর পেছনে শিক্ষাঙ্গনে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রাধান্য বিস্তার এবং একইভাবে শিক্ষাকে কলুষিত করার মানসিকতা কাজ করেছে। একটি প্রভাবশালী মহল আর অর্থ এর পশ্চাতে সক্রিয়— এই অনুমান বোধহয় ভুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

এ যাবৎ শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্র আর ক্ষমতার দাপট ছাত্র রাজনীতিকে কলুষিত করেছে। এখন তারা প্রশাসন ও শিক্ষাব্যবস্থার ওপর তাদের থাবা বিস্তার করেছে।

১৯৯২–৯৩ সালের শিক্ষাবর্ষে যা হয়েছে পরবর্তী সময়ে তা হয়নি — এমন কথা হলপ করে বলা যায় না।

উচ্চপর্যায়ে যে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে সেই কমিটি শুধু ভর্তির ক্ষেত্রে অনিয়ম কিংবা ভুয়া বিষয়গুলো খতিয়ে দেখার মধ্যে নিজেকে যেন সীমাবদ্ধ না রাখে। এর পেছনে যে চক্রটি তৎপর তাদেরও খোঁজ–খবর নেয়া প্রয়োজন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আবু জায়েদ শিকদার বলেছেন, এভাবে ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি বাতিল করা ব্যতীত অধিক শাস্তি দেয়ার ক্ষমতা তাদের নেই।

ভাল কথা, তবে তদন্ত কমিটি ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির কাগজপত্র ঘেঁটে দেখার বাইরে এর পিছনের সংঘবদ্ধ চক্রের ব্যাপারেও অনুসন্ধান চালাবে এটা আশা করি। তদন্ত কমিটিকে সেই ক্ষমতা দেয়া প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি।

আজ যদি এই চক্রটিকে চিহ্নিত করা না যায় তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নজর এড়িয়ে ভুয়া কাগজপত্রের সাহায্যে ভর্তির ব্যবসাটা জমে উঠবে এবং প্রকৃত শিক্ষার্থীরা মার খাবে। বিশেষ করে যেখানে আসন সংখ্যা সীমিত।